৭৬.যুদ্ধের নীরব ঘাতক প্রোপ্যাগান্ডা; দাওয়াতি কাজের প্রথম বাধা (শেষ পর্ব)

... আল্লাহ বলেছেন, "আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর তা মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তোমরা (আল্লাহ সম্পর্কে অযথা বহু মিথ্যা কথা) যা বলেছো এ কারনে তোমাদের দুর্ভোগ" সুতরাং আল্লাহ আমাদের কে বলেই দিচ্ছেন কুরআন দিয়েই মিথ্যার মাথায় আঘাত করতে, আর তাতেই মিথ্যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ সম্পর্কে (আল্লাহর আহকাম সম্পর্কে) মিথ্যা বানোয়াট কথা/ধারনা/ব্যখ্যা জন্ম দেয়ার কারনে কাফের জন্য দুর্ভোগ!

পরিশেষে, এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে কাফিরদের কোন দুর্বলতা আছে কি? যা আমাদের প্রেরনা যোগাবে? ...

আল্লাহ বলেছেন শয়তানের চক্রান্ত অতি ভঙ্গুর! তাহলে কাফিরদের এই কাজে দুর্বলতা কেন থাকবে না! তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, তারা জানে যে তাদের ভিত্তি মিথ্যার উপরে। তাদের ঘর তাসের ঘর ছাড়া কিছুই না! তারা জানে তাদের একটি মিথ্যা যা তারা ছড়িয়ে দিয়েছে এটিকে জিইয়ে

রাখার জন্য তাকে হাজার মিথ্যা বলেতে হবে এবং পরের দিন সেই মিথ্যা গুলোকে জিইয়ে রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ মিথ্যা বলতে হবে। শুধু তাই নয় মিথ্যাকে বিশ্বাস করানোর জন্য হাজার হাজার নাটক সাজাতে হবে। আর হাজার হাজার নাটক দৃশ্যায়ন করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে, আর এইভাবে সে নিঃশেষ হয়ে যাবে। **যেমন আল্লাহ বলেছেন, "যে সব লোক সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা আল্লাহর পথ হতে (লোকদের)বাধা দেয়ার জন্য তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে থাকে, তারা তা ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর এটাই তাদের দুঃখ ও অনুশোচনার কারন হবে। পরে তারা পরাজিতও হবে। যারা কুফুরী করে তাদেরকে (অবশেষে) জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে।"** মাঝে মাঝে আমি চিন্তা করি সুবহানআল্লাহ, আল্লাহর কালাম কত জীবন্ত, কত বাস্তব! শুধু এই আয়াতের দিকেই যদি তাকাই মনে হবে এই আয়াত আমাদের জন্যই নাজিল হল।

এই আয়াতটির বাস্তবতা বুঝার জন্য আয়াত টি ধরে ধরে আমরা একটা বাস্তব উদাহরন দেখবো, আর সে হচ্ছে কুফরের সর্দার অ্যামেরিকা। আয়াতটির প্রথমে বলা হচ্ছে **যেসব লোক সত্য কে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে,**

অ্যামেরিকা আল্লাহর সত্য কে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, **“তারা আল্লাহর পথ হতে (লোকদের) বাধা দেয়ার জন্য তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে থাকে”** অ্যামেরিকা আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য যে পরিমান অর্থ ব্যয় করে দুনিয়ার আর কোন রাস্ট্র এত অর্থ ব্যায় করেনা। **আল্লাহ বলছেন তারা ব্যায় করতেই থাকবে এবং এটাই তাদের দুঃখ ও অনুশোচনার কারন হবে।** ইরাক যুদ্ধের আগে অ্যামেরিকা টাকা খরচ করেছে যুদ্ধ লাগানোর জন্য। একটা যুদ্ধ সে লাগাবে এই জন্য টাকা খরচ করেছে, অতঃপর যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে বিলিওন বিলিওন ডলার খরচ করেছে, এরপর এই কাজের জন্য আফসোস করেছে, আজ অবধি আফসোস করছে, **এবং আল্লাহর বানী অনুযায়ী তারা পরাজিতও হয়েছে এবং আল্লাহ তাদের জাহান্নামেই একত্রিত করবেন।** সুতরাং আল্লাহর কথা আসলে আমাদের জন্য কত বেশি বাস্তব! একই ভাবে আমরা যদি আমাদের এখানে তাগুতের দিকে তাকাই, তাহলে তারাও আল্লাহর পথে লোকদের বাধা দেয়ার জন্য তাদের অর্থ খরচ করছে, এবং তাদের মিথ্যা গুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তারা নিজেরাই নিজেদের উপরে জরুরত আরোপ করে আবার নিজেরাই সেগুলোর বাস্তবায়ন করার জন্য অর্থ খরচ করে,

করতেই থাকে- যেমনটা আল্লাহ বলেছেন। **সুতরাং এটা নিশ্চিত অ্যামেরিকার মত তারাও এটার জন্য আফসোস করবে এবং শীঘ্রই পরাজিত হবে ইনশাআল্লাহ।**

যে বিষয়ে কথা হচ্ছিলো যে কাফিরদের কোন দুর্বলতা আছে কিনা? তাদের প্রথম দুর্বলতা তাদের ভিত্তি মিথ্যা, দ্বিতীয় দুর্বলতা এই মিথ্যা কে বাচিয়ে রাখার জন্য তাদের প্রতিদিন মিথ্যা কথা বলতে হবে। আমরা জানি কারা তাদের পক্ষে এই মিথ্যা গুলো বলে। **যদি এমন মিথ্যাবাদী দালাল গুলোর গোড়া কেটে দেয়া হয় তাহলে এই দালাল গুলো ভয় পেয়ে যাবে আর তাদের মিথ্যা বলা বন্ধ হয়ে যাবে।** যেমন সৌদি আরবে শাস্তি হিসেবে জনসম্মুখে শিরচ্ছেদ এর প্রথা আছে, কিন্তু এই কাজে আগ্রহী কোন জল্লাদ পাওয়া যায়না, তাই বলতে গেলে এই প্রথা একরকম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একই ভাবে এই দেশে এক সময় নাস্তিকদের দৌরাত্মে মনে হচ্ছিলো দেশ বোধহয় নাস্তিকরাই গিলে নিবে অথচ তাদের উপর বিরতিহীন আঘাত হানার ফলে তারা আজ নিশ্চিহ্ন। আল্লাহর সাহায্যে এমনটাই ঘটেছে সমকামিদের ক্ষেত্রেও। এমনটিও ইনশাআল্লাহ ঘটবে তাগুতের মিথাবাদী দালালদের ক্ষেত্রে। যদিও এই আলোচনা এই উপস্থাপনার সাথে

প্রাসঙ্গিক না। তবে আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম তা হচ্ছে তাগুতের দুর্বলতা আছে, তাদের ও সীমাবদ্ধতা আছে, তারাও হাঁপিয়ে উঠে এবং ভবিষ্যতে আরো উঠবে ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক ভাবে আমাদের শুধু তাই বুঝে নেয়া দরকার তাগুতদের হামলার এই ঢেউ কে আমাদের ঠেকাতে হবে এবং আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ কে আকড়ে ধরে রাখতে হবে। এই সম্পদ বিক্রি বা বিকৃত হতে দেয়া যাবেনা। আর এজন্য আমাদের তাগুতের কাজের পদ্ধতি, মাকসাদ এবং তাদের চাল গুলো কোথায় কিভাবে বিস্তৃত তা স্বচ্ছ ভাবে জানা থাকা দরকার। এটি শুধু এই জমিনের তাগুতের চক্রান্ত নয় বরং এটি সারা দুনিয়ায় কাফেরদের বৃহৎ চক্রান্তের অংশ। **আল্লাহ বলেছেন, কাফের রা একে অপরের আউলিয়া।** তাই এই যুদ্ধে আমাদের কাফেরদের পরিকল্পনা এবং তাদের পদ্ধতি গুলো খুব ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে, কারন আপনি যদি আপনার শত্রুর আক্রমণ পদ্ধতি এবং আক্রমনের লক্ষ্য না ধরতে পারেন তাহলে আপনি ভুল জায়গায় প্রতিরক্ষা নিবেন এবং ভুল পদ্ধতিতে কাজ করবেন, যা ধ্বংসাত্মক।

এই লেখাটির উদ্দেশ্য ছিলো যেসব ভাই দাওয়াহ এর কাজ করবেন তারা এই বিষয়টি নিয়ে আরো গভীর ভাবে চিন্তা এবং অনুশীলন করবেন যার ফলে আল্লাহর সাহায্যে তারা আলোচনার ভিত্তিতে উত্তম কর্মপন্থা ঠিক করতে পারেন এবং তাগুতের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা তৈরি করতে পারেন। আমাদের কাজ যেমন স্থানীয় তেমনি গ্লোবাল। যেসকল ভাই অগ্রগামী দাওয়াতি কাজের আঞ্জাম দিবেন, আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি এই লেখাটি তাদের আরো গভীর অধ্যয়ন এবং আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করবে। খাস করে মুশরিক মালাউনদের ভুমি থেকে কিভাবে হিন্দুত্ববাদী প্রোপ্যাগান্ডা চলছে, কিভাবে সেই প্রোপ্যাগান্ডা হিন্দের মুসলিমদের কার্যত অকেজো করে ফেলেছে এবং কিভাবে তা এই দেশেও বিস্তার লাভ করেছে তা বিশদ ভাবে জানা প্রয়োজন। হিন্দুত্ববাদী প্রোপ্যাগান্ডা এবং এদেশের তাগুতের প্রোপ্যাগান্ডা যে আসলে একই রসুনের কোয়া তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন, শুধু নিজের জন্য নয় বরং এই উপলব্ধিকে আর সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। আল্লাহর সাহায্যে আমার এই লেখার মাকসাদ হচ্ছে ভাইদের জন্য চিন্তার খোরাক তৈরি করা এবং নতুন ভাবে প্রশ্ন করতে প্রেরনা যোগানো।

হে আল্লাহ আপনি লেখার খারাবী এবং ভ্রান্তি থেকে আমাকে এবং আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন